মূল বইয়ের অতিরিক্ত অংশ

নবম অধ্যায়: ইংরেজ শাসন আমলে বাংলায় প্রতিরোধ, নবজাগরণ ও সংস্কার আন্দোলন

পরীক্ষায় কমন পেতে আরও প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ▶১ নতুন একটি টেলিভিশন চ্যানেলে ধারাবাহিকভাবে বাংলার বিখ্যাত ঐতিহাসিক নাটকগুলো প্রচারিত হচ্ছে। এমন একটি নাটকে সাথী দেখছিল সাধারণ চাষিদের ওপর নীলকরদের অত্যাচার। পরবর্তীতে এ ঘটনার প্রেক্ষিতে ফুঁসে ওঠা আন্দোলনের ফলপ্রসূতার মাধ্যমে নাটকের যবনিকাপাত হয়। *◀ শিখনফল-১*

ক. ব্রাহ্মসমাজ কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়? ১

খ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ড ব্যাখ্যা কর। ২

গ. সাথীর দেখা নাটকে অত্যাচারের চিত্র নিজের ভাষায় বর্ণনা কর। ৩

ঘ. 'নাটকে প্রদর্শিত বিদ্রোহ ছিল ভারতবর্ষে একটি সফল গণবিদ্রোহ'– উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্রাহ্মসমাজ ১৮২৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

খ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর একজন সফল সমাজ সংস্কারক ছিলেন। দেশে প্রচলিত নানা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি রুখে দাঁড়ান। তিনি কন্যা শিশু হত্যা, বহুবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হন। তিনি হিন্দু সমাজে বিধবা বিবাহের পক্ষে কঠোর অবস্থান নেন। তাঁর নিরলস প্রচেষ্টার কারণেই ১৮৫৬ সালে গভর্নর জেনারেলের সম্মতিক্রমে বিধবা বিবাহ আইন পাস হয়।

গ সাথির দেখা নাটকে অত্যাচারের চিত্র ইংরেজ নীলকরদের বাংলার নীলচাষিদের ওপর অত্যাচারের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি আমেরিকায় ব্রিটিশ উপনিবেশগুলো স্বাধীন হয়ে যাওয়ার কারণে ইংরেজ বণিকদের সেখানে নীল চাষ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে বাংলা হয়ে ওঠে ইংরেজদের নীল সরবরাহের প্রধান স্থান। ১৭৭০ থেকে ১৭৮০ সালের মধ্যে ইংরেজরা বাংলাদেশে নীল চাষ শুরু করতে বাধ্য করে। নীলচাষের জন্য নীলকর গণ কৃষকের উৎকৃষ্ট জমি বেছে নিত। নীল চাষের জন্য কৃষকেরা একবার দাদন গ্রহণ করলে সুদ-আসলে যতই ঋণ পরিশোধ করুক না কেন, বংশ পরম্পরায় কোনো দিনই এ ঋণ শোধ হতো না। নীলচাষে কৃষকরা রাজি না হলে তাদের ওপর চরম অত্যাচার চালানো হতো। কোনো চাষি নীল চাষের জন্য দাদন গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালে তার গায়ে উত্তপ্ত গরম পানি ঢালা হতো। তার চোখে মুখে মরিচের গুঁড়ার ছিটা দেওয়া হতো এবং জোর করে দাদন পকেটে ঢুকিয়ে দিত। এভাবে নীলকর সাহেবরা বাংলার গ্রামাঞ্চলে অত্যাচারী জমিদাররূপে আহত্মপ্রকাশ করে।

নতুন টেলিভিশন চ্যানেলেও উল্লিখিত ঘটনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়, যেখানে সাথী দেখে সাধারণ চাষিদের ওপর নীলকরদের নির্মম অত্যাচার। তাই বলা যায়, সাথীর দেখা নাটক নীল বিদ্রোহের একটি প্রতিচ্ছবি।

ঘ উদ্দীপকে টেলিভিশন চ্যানেলে নাটকে প্রদর্শিত বিদ্রোহ ছিল একটি সফল গণবিদ্রোহ। নীলকর সাহেবদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে নীল চাষিরা ১৮৫৯ সালের দিকে বিদ্রোহে ফেটে পড়ে। গ্রামে গ্রামে কৃষকরা সংগঠিত এবং ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে। এইসব বিদ্রোহর নেতৃত্ব দেন নীলচাষিরাই। যশোরের নীল বিদ্রোহের নেতা ছিলেন নবীন মাধব ও বেনী মাধব নামে দুই ভাই। হুগলিতে নেতৃত্ব দেন বৈদ্যনাথ ও বিশ্বনাথ সর্দার। নদীয়ায় ছিলেন মেঘনা সর্দার এবং নদীয়ার চৌগাছায় বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাস নামে দুই ভাই। স্থানীয় পর্যায়ের এই নেতৃত্বে বাংলায় কৃষক বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। কৃষকরা নীল চাষ না করার পক্ষে অবস্থান নেন। এমনকি তারা ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটের উপদেশও অগ্রাহ্য করে। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি নীলচাষিদের প্রতি সহানুভূতিশীল মনোভাব পোষণ করতে থাকে। বিভিন্ন পত্রিকায় নীলকরদের অত্যাচারের কাহিনি ছাপা হতে থাকে।

দ্বীনবন্ধু মিত্রের লেখা নীল দর্পণ নাটকের কাহিনি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। শেষপর্যন্ত বাংলার সংগ্রামী কৃষকদের জয় হয়। ১৮৬১ সালে ব্রিটিশ সরকার ইন্ডিগো কমিশন বা নীল কমিশন গঠন করে নীল চাষকে কৃষকদের ইচ্ছাধীন বলে ঘোষণা করা হয়। সাথীর দেখা নাটকেও বিদ্রোহটি ফলপ্রসূতা পেয়েছে, যা নীল বিদ্রোহের ফলাফলকে সমর্থন করে। ইংরেজদের বিরুদ্ধে যেসকল বিদ্রোহ ফুটে উঠেছিলো তার মধ্যে নীল বিদ্রোহ পরিপূর্ণভাবে সফলতা পায় এবং এ বিদ্রোহের মাধ্যমে উপমহাদেশের কৃষকদের স্বার্থ রক্ষা পায়। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায়, নীল বিদ্রোহ ভারতবর্ষের একটি সফল বিদ্রোহ।

প্রশ্ন ▶২ যারা ফকির, যারা সন্ন্যাসী তারা ভিক্ষাবৃত্তি ও মুষ্টি সংগ্রহের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে। বিভিন্ন তীর্থস্থান দর্শন, ধর্মীয় উৎসবে অংশগ্রহণ এটাই তাদের মূল কাজ। তারা চায় মুক্ত ও স্বাধীনভাবে চলতে। কিন্তু স্বাধীনভাবে চলাফেরায় বাধার সৃষ্টি হলে এ সহজ সরল সাদামাটা মানুষগুলো হয়ে ওঠে প্রতিবাদী। যেমনটি ঘটেছিল অষ্টাদশ শতকে বাংলার বিভিন্ন স্থানে। ইংরেজদের বেআইনি ঘোষণা আর অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবাদে তারা সেদিন ইংরেজদের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলেছিলো। *◀ শিখনফল-১*

ক. ভারতবর্ষে মুসলমান সমাজে ধর্মীয় আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল কোন শতকে? ১

খ. হিন্দু সমাজ-সংস্কারে রাজা রামমোহন রায়ের ভূমিকা কী ছিল? ২

গ. উদ্দীপকে ব্রিটিশ শাসনামলের কোন আন্দোলনের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে? উক্ত আন্দোলনটি কেন সংঘটিত হয়েছিল। ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত আন্দোলনটির অবসানের পিছনে কারণগুলো চিহ্নিত কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভারতবর্ষে মুসলমান সমাজে ধর্মীয় আন্দোলনের সূত্রপাত হয় উনিশ শতকে।

খ হিন্দু সমাজ সংস্কারে রাজা রামমোহন রায়ের ভূমিকা ছিল অপরিসীম।

আধুনিক ভারতের রূপকার হিসেবে রাজা রামমোহন রায় তৎকালীন সমাজের সামাজিক ও রাজনৈতিক গতিধারা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে নিজের চিন্তাধারার আলোকে নতুন সমাজ গঠনে প্রয়াসী হন। তিনি হিন্দু সমাজের সতীদাহ প্রথা, বাল্যবিবাহ, কৌলিন্য প্রথা, মূর্তিপূজা ও অন্যান্য কুসংস্কার দূর করতে উদ্যোগী হন। তাছাড়াও তিনি সব কুসংস্কার দূর করে আদি একেশ্বরবাদের ভিত্তিতে হিন্দুধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হন। এ লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠা করেন ব্রাহ্মসমাজ।

গ উদ্দীপকে ব্রিটিশ শাসনামলের ফকির-সন্ন্যাসী আন্দোলনের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

এই আন্দোলন করেছিলেন ফকির-সন্ন্যাসীগণ। ব্রিটিশ শাসনের পূর্বে তারা স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা করতে পারত। নিজেদের নিরাপত্তার জন্যেই তাদের কাছে হাল্কা অস্ত্র থাকত। ইংরেজ সরকার তাদেরকে স্বাধীনভাবে চলতে বাধাদান করে। তাদের ওপর করারোপ করে, ভিক্ষা ও মুষ্টি সংগ্রহকে বেআইনি ঘোষণা করে। তাছাড়া তাদেরকে ডাকাত দস্যু বলে আখ্যায়িত করতে থাকে। যার ফলে ফকির-সন্ন্যাসীগণ ইংরেজদের ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তারা আন্দোলনের ডাক দেয়। তাদের পরিচালিত আন্দোলনই হলো ফকির-সন্ন্যাসী আন্দোলন।

উদ্দীপকেও এ আন্দোলনের ঘটনার বর্ণনা করা হয়েছে। তবে এ ঘটনা ছিল কেবল ফকির-সন্ন্যাসী আন্দোলনের পটভূমি; যেখানে ফকির সন্ন্যাসীদের ওপর দমন পীড়নের ফলে সংগঠিত ফকির-সন্ন্যাসীরা গড়ে তোলে তাদের আন্দোলন।

ঘ উদ্দীপকে ফকির-সন্ন্যাসী আন্দোলনের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। ইংরেজদের দমননীতির কারণে এই আন্দোলন শুরু হয়। আবার এই আন্দোলনের অবসানের পেছনেও অনেক কারণ রয়েছে।

ফকির-সন্ন্যাসী আন্দোলন ছিল ফকির ও সন্ন্যাসীদের যুগপৎ আন্দোলন। ফকির আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ফকির মজনু শাহ। ১৭৭৭-১৭৮৬ সাল পর্যন্ত রংপুর, রাজশাহী, দিনাজপুর ও ময়মনসিংহ জেলায় ইংরেজদের সাথে তিনি সংঘর্ষে লিপ্ত হন। তার যুদ্ধ কৌশল ছিল গেরিলা পদ্ধতির। ইংরেজদের পক্ষে তাকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করা কখনই সম্ভব হয়নি। তিনি ১৭৮৭ সালে মৃত্যুবরণ করলে বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন মুসা শাহ, সোবান শাহ, চেরাগ আলী শাহ, করিম শাহ, মাদার বকস প্রমুখ ফকির। ১৮০০ সালে তারা চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয়। সন্ন্যাসী বিদ্রোহের নেতা ছিলেন ভবানী পাঠক। তিনি ইংরেজদের সাথে সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত হন। তিনি ১৭৮৭ সালে লেফটেন্যান্ট ব্রেনানের নেতৃত্বে একদল ব্রিটিশ সৈন্যের আক্রমণে দুই সহকারীসহ নিহত হন। সন্ন্যাসী আন্দোলনের প্রধান নেতার মৃত্যুর ফলে সন্ন্যাসী আন্দোলনেরও অবসান ঘটে।

ইংরেজদের দমন অভিযানের ফলে ফকির-সন্ন্যাসী আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

প্রশ্ন ▶৩ রাসেল ও আসিফ দুই বন্ধু। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশুনা শেষ করে তারা গ্রামে চলে আসেন। তারা দুজনে খুবই আধুনিক। রাসেল তার অঞ্চলের হিন্দু সমাজের বাল্যবিবাহ, কৌলিন্য প্রথা, মূর্তিপূজা ও অন্যান্য কুসংস্কার দূর করতে প্রচেষ্টা চালান। শুধু সামাজিক আর ধর্মীয় বিষয় নয়, শিক্ষা বিস্তারেও তার অবদান ছিল। আসিফ তার গ্রামে একটি ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে ছেলেমেয়েদের ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হতো। তপন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় শিক্ষা ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুসলমানদের পিছিয়ে পড়া বিষয়টি নিয়ে লেখালেখি করত। ◀ *শিখনফল-২*

ক. ফকির-সন্ন্যাসী আন্দোলনের শুরু হয় কখন? ১

খ. ফকির-সন্ন্যাসীরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়েছিল কেন? ২

গ. রাসেল ইতিহাসের কোন ব্যক্তির কর্মকাণ্ড দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর আসিফের মধ্যে সৈয়দ আমীর আলীর গুণাবলি বিদ্যমান? মতামত দাও। ৪

<u>৩নং প্রশ্নের উত্তর</u>

ক ফকির-সন্ন্যাসী আন্দোলনের শুরু হয় অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে।

খ বাংলায় ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার আগ পর্যন্ত ফকির-সন্ন্যাসীরা ছিল স্বাধীন ও মুক্ত। কিন্তু ইংরেজ সরকার তাদের অবাধ চলাফেরায় বাধার সৃষ্টি করতে থাকে। তীর্থস্থান দর্শনের ওপর করারোপ করে। ভিক্ষা ও মুষ্টিসংগ্রহকে বে-আইনি ঘোষণা করে। তাছাড়া তাদেরকে দস্যু বলে আখ্যায়িত করতে থাকে। ফলে ক্ষুব্ধ হয়ে ফকির-সন্ন্যাসীরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়।

গ রাসেল রাজা রামমোহন রায়ের কর্মকাণ্ড দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে।

রাজা রামমোহন রায় হিন্দু সমাজে ব্যাপক সংস্কার সাধন করেন। সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, কৌলীন্য প্রথা, মূর্তিপূজা ও অন্যান্য কুসংস্কার দূর করার প্রচেষ্টা চালান। হিন্দুধর্মের সংস্কার তথা নিজ ধর্মীয় মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে আত্মীয়সভা নামে একটি সমিতি গঠন করেন। তিনি শিক্ষা বিস্তারেও প্রয়াসী হন। তিনি মনে করতেন দেশের মানুষের জন্য ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজন। এজন্য তিনি ১৮২২ সালে কলকাতায় অ্যাংলো হিন্দু স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন।

রাসেল সামাজিক কুসংস্কার নির্মূলের পাশাপাশি শিক্ষা বিস্তারের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তার এই উদ্যোগ রাজা রামমোহন রায়ের কর্মকাণ্ডের সাথে মিল রয়েছে।

তাই বলা যায় রাসেল রাজা রামমোহন রায়ের কর্মকাণ্ড দ্বারা প্রভাবিত।

ঘ আসিফের কর্মকাণ্ড ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাসের একজন সংস্কারের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আমি মনে করি আসিফের মধ্যে সৈয়দ আমীর আলীর গুণাবলি বিদ্যমান।

সৈয়দ আমীর আলী মুসলমানদের রাজনৈতিক উন্নয়ন ও স্বার্থরক্ষামূলক দাবি দাওয়া আদায়ের জন্য নিজস্ব সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এজন্য তিনি ১৮৭৭ সালে কলকাতায় 'সেন্ট্রাল মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশন' নামে একটি সমিতি গঠন করেন। তিনি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় শিক্ষা ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুসলমানদের পিছিয়ে পড়ার বিষয়টি নিয়ে লেখালেখি করেন। তার এই লেখালেখির ফলে ১৮৮৫ সালে সরকার মুসলমানদের শিক্ষার অগ্রগতির জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

আসিফ তার এলাকায় একটি ক্লাব প্রতিষ্ঠা করে। মেয়েদের ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া এর উদ্দেশ্য। তার এই ক্লাবের সাথে আমীর আলীর 'সেন্ট্রাল মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশন' সামঞ্জস্যপূর্ণ। আসিফের পত্র পত্রিকায় লেখালেখির বিষয়টিও সৈয়দ আমীর আলীর গুণের বহিঃপ্রকাশ।

প্রশ্নব্যাংক

➤ উত্তর সংকেতসহ প্রশ্ন

প্রশ্ন ▶৪ বাংলাদেশের এই স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের অতীত ইতিহাস খুবই মর্মস্পর্শী। এদেশের মানুষ বিদেশিদের অন্যায়-অত্যাচার মুখ বুঝে সহ্য করতে বাধ্য হয়েছে। আবার প্রতিবাদী কণ্ঠও জেগে ওঠে আপন মহিমায়। তেমনি এক প্রতিবাদী কণ্ঠ ওহিদুল ইসলাম। এই অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি তার সোচ্চার কণ্ঠকে জাগ্রত করেছিলেন এলাকার ফকিরদের সাহায্যে। কিন্তু আগ্রাসী শক্তির কবলে নিজের জীবন বিপন্ন করেও দেশকে রক্ষা করতে পারেননি অধিকন্তু ফকিরদের জীবনে নেমে আসে নির্মম নির্যাতন। ◀ *শিখনফল-১*

ক. হাজী শরীয়তউল্লাহর মৃত্যুর পর ফরায়েজি আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন কে? ১

খ. বিশ শতকের শুরুতে বাঙালি মুসলমান মেয়েদের অবস্থা কেমন ছিল? ২

গ. উদ্দীপকে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন আন্দোলনের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত আন্দোলনের পরিণতি কী ছিল? বিশ্লেষণ কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক হাজী শরীয়তউল্লাহ মৃত্যুর পর ফরায়েজি আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন মুহাম্মদ মুহসিন উদ্দিন আহমদ ওরফে দুদু মিয়া।

খ বিশ শতকের শুরুতে যখন ঘরে ঘরে শিক্ষার আলো জ্বলছে বাঙালি মুসলমান মেয়েরা তখন পিছিয়ে ছিল। মুসলমান সমাজের মেয়েরা সব ধরনের অধিকার হতে বঞ্চিত ছিল। লেখাপড়া শেখাও তাদের জন্য এক রকম নিষিদ্ধই ছিল। সমাজ ধর্মের নামে তাদের রাখা হতো পর্দার আড়ালে গৃহবন্দি করে। বেগম রোকেয়ার অবরোধবাসিনী, পদ্মরাগ, মতিচুর, সুলতানার স্বপ্ন প্রভৃতি গ্রন্থে সে চিত্র ফুটে উঠেছে।

সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্যে অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ ফকির-সন্ন্যাসী আন্দোলন সম্পর্কে ব্যাখ্যা কর।

ঘ উক্ত আন্দোলনের ফলাফল বর্ণনা কর।

প্রশ্ন ▶৫ ইতিহাসের শিক্ষক তাজবীর হোসাইন ইংরেজ শাসনামলের একজন বীর সেনার জীবনী নিয়ে আলোচনা করছিলেন। যিনি ধর্মীয় সামাজিক কুসংস্কার দূরীকরণে এবং অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে দেশপ্রেমের এক মূর্ত প্রতীক। কুসংস্কার দূর করে তিনি মুসলিম সম্প্রদায়কে সঠিক নির্দেশনা দিয়ে ইংরেজ, জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন এবং তাদের বিরুদ্ধে তৈরি করেছিলেন সুবিশাল লাঠিয়াল বাহিনী। কিন্তু তাকে যখন কামান বন্দুক দিয়ে আক্রমণ করা হলো তখন তিনি বীরের মতো প্রাণপণ যুদ্ধ করে শহিদ হন। সর্বোপরি, তিনি ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ব্যাপক কৃষক আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। ◀ *শিখনফল-১*

ক. 'হিসপাবাস' নামক একটি পত্রিকা সম্পাদনা করেন কে? ১

খ. সন্ন্যাসী বিদ্রোহের অবসান ঘটে কীভাবে? ২

গ. উদ্দীপকে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন মহান নেতার পরিচয় বহন করে? উক্ত নেতার ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত আন্দোলন কীভাবে কৃষক আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল তা বিশ্লেষণ কর। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'হিসপাবাস' নামক পত্রিকার সম্পাদনা করেন হেনরি লুই ডিরোজিও।

খ সন্ন্যাসীদের নেতার নাম ছিল ভবানী পাঠক। ১৭৬০ সালে পশ্চিম বঙ্গের বর্ধমান জেলায় সন্ন্যাসীরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ শুরু করে। ১৭৮৭ সালে লেফটেন্যান্ট ব্রেনানের নেতৃত্বে একদল সৈন্য আক্রমণ করলে ভবানী পাঠক নিহত হন। সন্ন্যাসী আন্দোলনের এ প্রধান নেতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসী আন্দোলনেরও অবসান ঘটে।

সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্যে অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ তিতুমীরের ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের ব্যাখ্যা দাও।

ঘ তিতুমীরের ধর্মসংস্কার আন্দোলন কীভাবে কৃষক আন্দোলনের সূচনা করে? বিশ্লেষণ কর।

➤ অনুশীলনের জন্য আরও প্রশ্ন

প্রশ্ন ▶৬ চতুর্দশ শতকে ইতালির পিসা, জেনোয়া, ভেনিস প্রভৃতি শহরে শুরু হয়েছিল রেনেসাঁ। হঠাৎ থমকে দাঁড়ানো জীবনের গতিময়তা যেন পুষ্পদীপ্ত হয়ে উঠেছিল এ নবজাগরণে। মানুষের মধ্যে যুক্তিবাদ, ব্যক্তিস্বাধীনতা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম হয় এক অনবদ্য গতিতে। ক্রমে এ নবজাগরণ ইউরোপের অন্যান্য দেশেও ছড়িয়ে পড়ে। লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, মাইকেল এঞ্জেলো এ যুগের এক অনন্য স্বাক্ষী। ◀ *শিখনফল-২*

ক. হাজি শরীয়তউল্লাহ কত বছর মক্কায় অবস্থান করেন? ১

খ. বারাসাতের কৃষক আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে কীভাবে? ২

গ. উদ্দীপকে তোমার পঠিত বাংলার কোন বিষয়ের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "উক্ত বিষয়ে রাজা রামমোহন রায়ের ভূমিকা ছিল অগ্রগন্য"– মতামত দাও। ৪

প্রশ্ন ▶৭ প্রত্যেক ধর্মকে সম্মান করা প্রতিটি মানুষেরই কর্তব্য। ইসলাম ধর্মে কুসংস্কার ও অনৈসলামিক আচার আচরণ উনিশ শতকে এমনভাবে প্রবেশ করেছিল যা পুরো ইসলাম ধর্মের অবমাননার নামান্তর। এমন সময় এক মহান ব্যক্তিত্ব দেশপ্রেম এবং সধর্মের প্রতি ভালোবাসার টানে এক ধর্মীয় সামাজিক সংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটান যা তার নিজের নামানুসারে পরিচিত হয়। তিনি ইংরেজ রাজত্বকে ঘৃণার চোখে দেখতেন। এমনকি তিনি মুসলমানদের বিধর্মী বিজাতীয় শাসিত দেশে জুমা এবং দুই ঈদের নামাজ বর্জনের জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন।

◀ *শিখনফল-২ [কুষ্টিয়া পুলিশ লাইন স্কুল]*

ক. হুগলিতে নীল বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন কে? ১

খ. 'ইয়াং বেঙ্গল' তৎকালীন সমাজকে কীভাবে প্রভাবিত করেছিল? ২

গ. উদ্দীপকে কোন মহান ব্যক্তির ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে? পাঠ্যবই অনুসারে উক্ত ব্যক্তির ফরজের ওপর গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ইসলাম ধর্মের কুসংস্কার দূরীকরণে এবং অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তির ভূমিকা বিশ্লেষণ কর। ৪

নিজেকে যাচাই করি

সৃজনশীল বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সময়: ৩০ মিনিট; মান-৩০

১. ফকির-সন্ন্যাসীরা নিরাপত্তার জন্য সঙ্গে কী রাখতো?
ক ভারী অস্ত্র খ হালকা অস্ত্র
গ বোমা ঘ পাথরের হাতিয়ার

২. তিতুমির কোথায় বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করেন?
ক বারাসাতে খ নারিকেলবাড়িয়ায়
গ হুগলিতে ঘ নদিয়ায়

৩. তিতুমিরের অন্যতম কৃতিত্ব কোনটি?
ক লাঠিয়াল বাহিনী গঠন
খ ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন
গ ওয়াহাবি আন্দোলন
ঘ যুক্তফ্রন্ট আন্দোলন

৪. কেন ইংরেজরা তিতুমিরের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেন?
ক শক্তি বৃদ্ধিতে শঙ্কিত হয়ে
খ ধর্ম প্রচারে বাধা দিতে
গ তাদের দলে অন্তর্ভুক্ত করতে
ঘ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে ক্ষুব্ধ হয়ে

৫. নীল বিদ্রোহের অন্যতম ফলাফল কী ছিল?
ক ব্রিটিশদের বিজয়
খ কৃষকশ্রেণির বিজয়
গ জমিদারদের বিজয়
ঘ অভিজাতদের বিজয়

৬. মাহমুদ হাজী শরীয়তউল্লাহর আন্দোলনের কথা বলেন। মাহমুদ কোন আন্দোলনের কথা উল্লেখ করেছেন?
ক খারেজি খ ফরায়েজি
গ জাহেরি ঘ কাদেরিয়া

৭. দুদু মিয়া কাকে লাঠিয়াল বাহিনীর সেনাপতি নিয়োগ করেন?
ক জহিরুদ্দিন মোল্লাকে
খ আমিনউদ্দিন মোল্লাকে
গ বাহারুদ্দিন মোল্লাকে
ঘ জালালউদ্দিন মোল্লাকে

৮. ব্রিটিশ সরকার রাজবন্দি হিসেবে দুদু মিয়াকে কোন কারাগারে আটক রাখেন?
ক কলকাতা খ মুর্শিদাবাদ
গ অযোধ্যা ঘ বিহার

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৯ ও ১০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
সচেতন ও ধর্মীয় সুশিক্ষিত লোকের অভাবে রসুলপুর গ্রামের লোকজন নানা রকম কুসংস্কার ও অনৈসলামিক রীতিনীতিতে অভ্যস্ত হয়। কুসংস্কারাচ্ছন্ন এ অঞ্চলের মানুষদের সঠিক পথের সন্ধান দিতে এগিয়ে আসেন আবদুল্লাহ নামক একজন সচেতন ব্যক্তি।

৯. কোন ব্যক্তির জীবনের শিক্ষা কাজে লাগিয়ে আবদুল্লাহ কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ গঠনে এগিয়ে আসেন?
ক হাজী শরীয়তুল্লাহ খ দুদু মিয়া
গ তিতুমির ঘ গোলাম রসুল

১০. উক্ত ব্যক্তির আন্দোলনের ধরন ছিল–
i. সামাজিক
ii. ধর্মীয়
iii. রাজনৈতিক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১১. রাজা রামমোহন রায়-এর অন্যতম কৃতিত্ব কোনটি?
ক ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আন্দোলন
খ অর্থনৈতিক পুনর্গঠন
গ ইংরেজি শিক্ষার প্রসার
ঘ জমিদারশ্রেণিকে উচ্ছেদ

১২. কোন পত্রিকাটি কলকাতা হিন্দু কলেজের কর্তৃপক্ষ বন্ধ করে দিয়েছিল?
ক হিসপাবাস খ পার্থেনন
গ সম্বাদ কৌমুদী ঘ ইয়াং বেঙ্গল

১৩. ভারতবর্ষে বিধবা বিবাহের প্রচলন করেন কে?
ক মাইকেল মধুসূদন দত্ত
খ রামনিধি গুপ্ত
গ প্যারিচাঁদ মিত্র
ঘ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

১৪. ইমাম বাড়া কে প্রতিষ্ঠা করেন?
ক হাজী মুহম্মদ মহসীন
খ শেরে বাংলা
গ সোহরাওয়ার্দী
ঘ ভাসানী

১৫. হাজী মুহম্মদ মুহসীনের অন্যতম অবদান কোনটি?
ক অর্থনৈতিক সংস্কার
খ রাজনৈতিক বিজ্ঞতা
গ বিচক্ষণতা
ঘ মুসলমানদের শিক্ষার পথ সুগম করা

১৬. নওয়াব আবদুল লতিফের জন্ম কোন জেলায়?
ক বরিশাল খ ফরিদপুর
গ বগুড়া ঘ যশোর

১৭. বেগম রোকেয়ার গুরুত্বপূর্ণ কৃতিত্ব কোনটি?
ক কুসংস্কার দূরীকরণ
খ নারী আন্দোলনের পথিকৃৎ
গ রাজনৈতিক সংস্কার
ঘ ধর্মীয় সংস্কার

১৮. 'অবরোধবাসিনী' গ্রন্থ কে রচনা করেন?
ক বেগম সুফিয়া কামাল
খ নবাব ফয়েজুন্নেসা
গ বেগম রোকেয়া
ঘ শামসুন্নাহার

১৯. সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ করেন কে?
ক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
খ রাজা রামমোহন রায়
গ লর্ড বেন্টিঙ্ক
ঘ লর্ড কর্নওয়ালিস

২০. রাতে বাতি জ্বালিয়ে পড়ার ক্ষমতা ছিল না কার?
ক রাজা রামমোহন রায়ের
খ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের
গ হাজী শরীয়তউল্লাহর
ঘ তিতুমিরের

২১. তিতুমির মক্কা শরীফ যান কেন?
ক যুদ্ধ করতে
খ ইসলাম প্রচার করতে
গ হজ পালন করতে
ঘ অর্থ উপার্জন করতে

২২. ব্রিটিশরা নীলচাষে আগ্রহী হওয়ার কারণ—
i. লাভজনক ব্যবসা
ii. নীলের চাহিদা প্রচুর
iii. কৃষকের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৩ ও ২৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
রাবেয়া সুলতানা পলাশপুর গ্রামের এক মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। সে সময়ে পর্দা প্রথার জন্য মুসলিম নারীরা শিক্ষা ক্ষেত্রে পিছিয়ে ছিল। তিনি নিজ উদ্যোগে শিক্ষা লাভ করেন এবং নারী শিক্ষা প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। নারী শিক্ষায় অবদানের জন্য তিনি অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন।

২৩. রাবেয়া সুলতানার চরিত্রে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন নারীর বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান?
ক ফয়জুন্নেসা খ শামসুন্নাহার
গ বেগম রোকেয়া ঘ মুন্নুজান

২৪. উক্ত নারীর প্রচেষ্টায় মুসলিম সমাজে কী পরিবর্তন আসে?
ক নারী শিক্ষার প্রসার ঘটে
খ নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় না
গ নারীর অবস্থার অবনতি হয়
ঘ পর্দা প্রথা দূরীভূত হয়

২৫. ফকির-সন্ন্যাসীরা সর্বপ্রথম ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন কত সালে?
ক ১৭৫৮ খ ১৭৫৯
গ ১৭৬০ ঘ ১৭৬১

২৬. নীল চাষিরা কত সালে প্রচণ্ড বিদ্রোহে ফেটে পড়েন?
ক ১৮৪৯ খ ১৮৫৯
গ ১৮৬৯ ঘ ১৮৭৯

২৭. মিলা তার গ্রাম থেকে সকল কুসংস্কার দূরীকরণে সংকল্পবদ্ধ। মিলার কার্যাবলির সাথে মিল রয়েছে–
ক সৈয়দ আহমদ-এর কার্যাবলি
খ শরীয়ত উল্লাহর সংস্কার আন্দোলন
গ তিতুমিরের আন্দোলন
ঘ রামমোহনের সংস্কার

২৮. জনাব আবেদ আলি ইসলাম অননুমোদিত সব বিশ্বাস, আচার-আচরণ ও অনুষ্ঠান ত্যাগ করে ইসলাম ধর্মে যা অবশ্য করণীয় তা পালনের নির্দেশ দেন। এটি কার মতাদর্শের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ?
ক হাজী মোহাম্মদ মহসিনের
খ হাজী শরীয়তউল্লাহর
গ হাজী রহিম আলির
ঘ তিতুমিরের

২৯. রাজা রামমোহন রায়ের অবদান ছিল—
i. ইংরেজি শিক্ষার প্রসারে
ii. কুসংস্কার দূরীকরণে
iii. সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩০. কলকাতা হিন্দু কলেজ কর্তৃপক্ষ 'পার্থেনন' পত্রিকা বন্ধ করে দেয়–
i. সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সমালোচনা করায়
ii. ধর্মীয় গোঁড়ামির সমালোচনা করায়
iii. প্রিন্সিপালের বিরুদ্ধে সমালোচনা করায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

সৃজনশীল রচনামূলক প্রশ্ন

সময়: ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট; মান-৭০

১.▶ প্রত্যেক ধর্মকে সম্মান করা প্রতিটি মানুষেরই কর্তব্য। ইসলাম ধর্মে কুসংস্কার ও অনৈসলামিক আচার আচরণ উনিশ শতকে এমনভাবে প্রবেশ করেছিল যা পুরো ইসলাম ধর্মের অবমাননার নামান্তর। এমন সময় এক মহান ব্যক্তিত্ব দেশপ্রেম এবং সধর্মের প্রতি ভালোবাসার টানে এক ধর্মীয় সামাজিক সংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটান যা তার নিজের নামানুসারে পরিচিত হয়। তিনি ইংরেজ রাজত্বকে ঘৃণার চোখে দেখতেন। এমনকি তিনি মুসলমানদের বিধর্মী বিজাতীয় শাসিত দেশে জুমা এবং দুই ঈদের নামাজ বর্জনের জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন।

ক. হুগলিতে নীল বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন কে? ১

খ. 'ইয়াং বেঙ্গল' তৎকালীন সমাজকে কীভাবে প্রভাবিত করেছিল? ২

গ. উদ্দীপকে কোন মহান ব্যক্তির ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে? পাঠ্যবই অনুসারে উক্ত ব্যক্তির ফরজের ওপর গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ইসলাম ধর্মের কুসংস্কার দূরীকরণে এবং অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তির ভূমিকা বিশ্লেষণ কর। ৪

২.▶ ইতিহাসের শিক্ষক তাজবীর হোসাইন ইংরেজ শাসনামলের একজন বীর সেনার জীবনী নিয়ে আলোচনা করছিলেন। যিনি ধর্মীয় সামাজিক কুসংস্কার দূরীকরণে এবং অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে দেশপ্রেমের এক মূর্ত প্রতীক। কুসংস্কার দূর করে তিনি মুসলিম সম্প্রদায়কে সঠিক নির্দেশনা দিয়ে ইংরেজ, জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন এবং তাদের বিরুদ্ধে তৈরি করেছিলেন সুবিশাল লাঠিয়াল বাহিনী। কিন্তু তাকে যখন কামান বন্দুক দিয়ে আক্রমণ করা হলো তখন তিনি বীরের মতো প্রাণপণ যুদ্ধ করে শহিদ হন। সর্বোপরি, তিনি ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ব্যাপক কৃষক আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ক. 'হিসপাবাস' নামক পত্রিকা সম্পাদনা করেন কে? ১

খ. সন্ন্যাসী বিদ্রোহের অবসান ঘটে কীভাবে? ২

গ. উদ্দীপকে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন মহান নেতার পরিচয় বহন করে? উক্ত নেতার ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত আন্দোলন কীভাবে কৃষক আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল তা বিশ্লেষণ কর। ৪

৩.▶ বাংলাদেশের এই স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের অতীত ইতিহাস খুবই মর্মস্পর্শী। এদেশের মানুষ বিদেশিদের অন্যায়-অত্যাচার মুখ বুঝে সহ্য করতে বাধ্য হয়েছে। আবার প্রতিবাদী কণ্ঠও জেগে ওঠে আপন মহিমায়। তেমনি এক প্রতিবাদী কণ্ঠ ওহিদুল ইসলাম। এই অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি তার সোচ্চার কণ্ঠকে জাগ্রত করেছিলেন এলাকার ফকিরদের সাহায্যে। কিন্তু আগ্রাসী শক্তির কবলে নিজের জীবন বিপন্ন করেও দেশকে রক্ষা করতে পারেননি অধিকন্তু ফকিরদের জীবনে নেমে আসে নির্মম নির্যাতন।

ক. হাজী শরীয়তউল্লাহর মৃত্যুর পর ফরায়েজি আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন কে? ১

খ. বিশ শতকের শুরুতে বাঙালি মুসলমান মেয়েদের অবস্থা কেমন ছিল? ২

গ. উদ্দীপকে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন আন্দোলনের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত আন্দোলনের পরিণতি কী ছিল? বিশ্লেষণ কর। ৪

৪.▶ সাগর উত্তরাধিকারসূত্রে অনেক সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। সে এই সম্পত্তি মানবকল্যাণে ব্যয়ের জন্য একটি ফান্ড তৈরি করেন। আর নিজের উপার্জনের টাকা দিয়ে সংসার চালান।

ক. 'দ্যা স্পিরিট অব ইসলাম' বইটি কার লেখা। ১

খ. বিদ্যাসাগরের দানশীলতা বর্ণনা কর। ২

গ. সাগরের জীবনের কোন মহামনীষীর জীবনের আদর্শের প্রতিফলন ঘটেছে?— নির্ধারণ কর। ৩

ঘ. উক্ত মনীষীর জীবনের প্রাথমিক দিক আলোচনা কর। ৪

৫.▶ জনাব হাফিজুর রহমান একজন আলেম। তিনি তার এলাকায় মুসলমানদের পীর মুরশিদের দরগায় শিরনি বিতরণ, কবরে বাতি জ্বালানো ইত্যাদি কাজ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করছেন। মুসলমানদের ফরজ কাজগুলো আদায় করার উপদেশ দিচ্ছেন। সমাজে প্রচলিত আরও অনেক কুসংস্কার সম্বন্ধে মুসলমানদের সচেতন করে তুলছেন।

ক. বাংলার ফকির-সন্ন্যাসী আন্দোলন কী ধরনের ছিল? ১

খ. বাংলার কৃষকের অবস্থা কেমন ছিল? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জনাব হাফিজুর রহমান পাঠ্যবইয়ের কোন মনীষীর আদর্শে অনুপ্রাণিত ব্যক্তি? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. হাফিজুর রহমানের মতো উক্ত মনীষীর আন্দোলন শুধু ধর্মীয় ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকেনি— কথাটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৬.▶ জয়রাম তার দাদার কাছে জানল, পূর্বে হিন্দু সমাজে বিধবা বিবাহ প্রচলন ছিল না। তখনকার সমাজে কোনো হিন্দু পুরুষ মারা গেলে তার জ্বলন্ত চিতায় স্ত্রীকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করতে হতো। একজন সমাজ সংস্কারকের প্রচেষ্টায় আইনের মাধ্যমে এ নিষ্ঠুর প্রথা রহিত করা হয়। ফলে এখনকার সমাজে এসব প্রথার প্রচলন নেই।

ক. কত সালে বিধবা বিবাহ আইন পাস হয়? ১

খ. রাজা রামমোহন রায়ের 'একেশ্বরবাদ' ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জয়রামের দাদার বর্ণিত সমাজের সংস্কারগুলো ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বিধবা বিবাহ আইন শত শত জীবন রক্ষা করেছে— উক্তিটির সপক্ষে তোমার মতামত দাও। ৪

৭.▶ রিকু দরিদ্র পরিবারের সন্তান। সে লেখাপড়া করতে চায়, তার বাবা তাকে অর্থের অভাবে লেখাপড়া করাতে চায় না। তার মায়ের চেষ্টায় সে লেখাপড়া করছে। রাতে বাতি জ্বালানোর খরচ জোগাতে না পেরে অন্যের বাড়ির বারান্দায় বাতির আলোর নিচে গিয়ে বই পড়ে। একজন বিখ্যাত ব্যক্তির এরূপ পরিস্থিতিতে বই পড়ার বিষয়টি সে জেনেছে।

ক. হেনরি লুইস ডিরোজিও কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? ১

খ. হেনরি লুইস ডিরোজিও কীভাবে রাজ রামমোহন রায়ের উত্তরসূরি হন? ২

গ. উদ্দীপকে রিকু শিক্ষাজীবনে কোন বিখ্যাত মনীষীর জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত বিখ্যাত মনীষী কর্মজীবনে শিক্ষার জন্য রেখে গেছেন অনেক অবদান-কথাটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৮.▶ পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী অঞ্চলের পাহাড়গুলোতে এক সময় আনারস ভাল জন্মাতো। কিন্তু সম্পত্তি এ জমিগুলোতে একটি সিগারেট কোম্পানির তত্ত্বাবধানে তামাক চাষ হচ্ছে। পাহাড়িদের অনেকটা বাধ্য হয়েই তা করতে হচ্ছে। কেননা বছরের শুরুতেই কোম্পানির কাছ থেকে দরিদ্র কৃষ্টকেরা অনেক ঋণ নিয়ে থাকে। কিন্তু তামাকের প্রকৃত বাজার দর অনুযায়ী তারা দাম পায় না।

ক. 'সুলতানার স্বপ্ন' কার লেখা গ্রন্থ? ১

খ. রাজা রামমোহন রায় কেন আত্মীয় সভা গঠন করেন? ২

গ. উদ্দীপকের পাহাড়িদের তামাক চাষের সাথে ইংরেজ শাসনামলের কৃষকদের নীল চাষের মিল কোথায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ইংরেজ আমলের নীল চাষের তুলনায় উদ্দীপকের তামাক চাষের ফলাফল অধিক ভয়ঙ্কর— মন্তব্যটির পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৯.▶ নাট্য পরিচালক আকবর আলি উনিশ শতকের শেষার্ধে মুসলমান সমাজের নবজাগরণের জন্য ভারতীয় উপমহাদেশের যে ব্যক্তি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন তাঁকে নিয়ে একটি নাটক বানাতে আগ্রহী। উনিশ শতকের এ ব্যক্তি তার বিখ্যাত দুটি গ্রন্থের মাধ্যমে ইসলাম ধর্মের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা ও ইসলামের অতীত গৌরবের কথা তুলে ধরেছিলেন।

ক. বেগম রোকেয়া কোন জেলায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন? ১

খ. শিক্ষাক্ষেত্রে বেগম রোকেয়ার অবদান ব্যাখ্যা কর। ২

গ. আকবর আলি যাকে নিয়ে নাটক বানাতে আগ্রহী তাঁর পরিচয় তুলে ধর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে আলোচিত ব্যক্তি ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিম জাগরণের পথিকৃৎ — বিশ্লেষণ কর। ৪

১০.▶ রিফাত ও রিহান দুই বন্ধু। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়া শেষ করে তারা গ্রামে চলে আসে। দুজনেই খুব সচেতন ও আধুনিক মন-মানসিকতার ছেলে। রিফাত গ্রামে এসে ক্লাব গঠন, সহমরণ, সংস্কৃতি, কুসংস্কার নিয়ে কাজ করে। আর রিহান শিশু ও বড়দের শিক্ষা নিয়ে কাজ করে।

ক. আর্যদের ভাষার নাম কী? ১

খ. কীভাবে বাংলা ভাষার উৎপত্তি হয়? ২

গ. ইতিহাসের কোন ব্যক্তি দ্বারা রিফাতের কর্মকাণ্ড প্রভাবিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. রিহানের কাজের সঙ্গে সৈয়দ আমির আলির কোন ক্ষেত্রে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য লক্ষ করা যায়? যুক্তি দাও। ৪

১১.▶ জনাব এ হোসেন সাহেব তার মৃত্যুর পূর্বে এলাকায় নিজের নামানুসারে ফান্ড, মসজিদ, মাদ্রাসা বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয়সহ বিভিন্ন জনহিতকর প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত ফান্ডের বৃত্তির অর্থে দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষার সুযোগ হচ্ছে। সাথে সাথে শিক্ষিত বেকারদের বেকারত্ব লাঘব হচ্ছে বিনা সুদে ঋণ পেয়ে। এ থেকে বুঝা যায়, তিনি ছিলেন বিদ্যানুরাগী ও দানশীল।

ক. তিতুমির কার ভাবধারায় অনুপ্রাণিত ছিলেন? ১

খ. নীল বিদ্রোহ কেন হয়েছিল? বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. উদ্দীপকের জনাব এ হোসেনের সাথে পাঠ্যবইয়ের কোন মহান ব্যক্তির সাদৃশ্য পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. দেশের উন্নয়নে উক্ত মহাপুরুষদের জনহিতকর কাজ কীভাবে অবদান রেখেছে? বিশ্লেষণ কর। ৪

সৃজনশীল বহুনির্বাচনি | মডেল প্রশ্নপত্রের উত্তর

১	খ	২	খ	৩	খ	৪	ক	৫	খ	৬	খ	৭	ঘ	৮	ক	৯	ক	১০	ক	১১	গ	১২	খ	১৩	ঘ	১৪	ক	১৫	ঘ
১৬	খ	১৭	খ	১৮	গ	১৯	খ	২০	খ	২১	গ	২২	ক	২৩	গ	২৪	ক	২৫	গ	২৬	খ	২৭	খ	২৮	খ	২৯	ঘ	৩০	ক